দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 MAR 1997 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

06

মেডিক্যাল শিক্ষা পাঠ্যক্রমে মৌলিক পরিবর্তন আসছে

হাসনাইন খুরশেদ

দেশের মেডিক্যাল শিক্ষা পাঠ্যক্রমে মৌলিক পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্থানীয় চাহিদা ও চিকিৎসা শাস্ত্রের অগ্রগতির আলোকে এ পরিবর্তন আনা হচ্ছে। খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

সূত্র জানায়, যে পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে মেডিক্যাল কলেজগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, তা ঔপনিবেশিক আমল থেকেই চালু রয়েছে। মূলত সরকারের স্বাস্থ্য সেবা কাঠামোয় চিকিৎসকের পদগুলোতে নিয়োগের উপযোগী জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছিল। বর্তমানে সরকারী চাকরিতে নিয়োগের সুযোগ সীমিত হয়ে আসায় কর্মসংস্থানের বিকল্প পথ ও বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। 'মেডিক্যাল কলেজসমূহের অধিকতর উন্নয়ন' শীর্ষক একটি প্রকল্পের আওতায় এ পরিবর্তনের সূচনা করা হয়েছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে আরও জানা গেছে, বর্তমানে বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলে (বিএমডিসি) নিবন্ধীকৃত চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। এর বিপরীতে সরকারী চাকরিতে চিকিৎসকের বিদ্যমান পদের সংখ্যা সাড়ে ৯ হাজার। সরকার এর অতিরিক্ত আরও ৩ হাজার ১শ' চিকিৎসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সাড়ে ১২ হাজার চিকিৎসক ছাড়াও বেশ কয়েক হাজার চিকিৎসক দেশে-বিদেশে বেসরকারী চাকরি বা প্রাইভেট প্র্যাকটিসে নিয়োজিত রয়েছেন। এরপরও অনেকে কার্যত বেকার রয়ে গেছেন। আগামী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে নতুন যে প্রায় ১০ হাজার চিকিৎসক শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করে বেরুবেন, তাঁদের

জন্য সরকারীভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। এ পরিস্থিতিতে মূলত 'প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান' হিসাবে তাঁদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে মেডিক্যাল শিক্ষা পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে দেশে যেসব রোগ বা স্বাস্থ্য সমস্যা বেশি, সেগুলো মোকাবিলার চাহিদার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।

সূত্র জানায়, বর্তমানে দেশে প্রতি ৪ হাজার ৮শ' লোকের জন্য একজন চিকিৎসক রয়েছেন। প্রয়োজনের তুলনায় এ সংখ্যা অপর্যাপ্ত। কিন্তু গ্রামীণ জনগণের জন্য চিকিৎসকের সংখ্যার আনুপাতিক চিত্র আরও নাজুক। মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রায় সবাই শহরকেন্দ্রিক উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসে বলে গ্রামের সাথে তাদের যোগসূত্র অত্যন্ত দুর্বল। গ্রামীণ এলাকায় কাজ করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে অনীহা দেখা যায়। এ পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের অধিক হারে গ্রামমুখী করতে মেডিক্যাল শিক্ষায় ইন্টার্নিশিপকে কলেজকেন্দ্রিক না রেখে সমাজকেন্দ্রিক করা হচ্ছে। মেডিক্যাল কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে প্রত্যেক মেডিক্যাল শিক্ষার্থীর জন্য কমপক্ষে ২ সপ্তাহ গ্রামে কাজ করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন আনার পাশাপাশি এ সময়সীমাকে আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলেও সূত্র জানায়।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, সকল মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে শিক্ষার মানের দিক থেকে ভারসাম্য আনার ওপরও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে যেখানে ২৭ জন অধ্যাপক রয়েছেন সেখানে রংপুর মেডিক্যালে অধ্যাপক রয়েছেন মাত্র দু'জন। এ ধরনের ভারসাম্যহীনতা দূর করে ও চিকিৎসা শাস্ত্রের অগ্রগতির আলোকে পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন এনে মেডিক্যাল শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করা হবে।